নেহেরু সরকারের ব্যয় সঙ্কোচের পণ্ডিতী পন্থা

শ্রমিক ও কর্ম্মচারীদের বেলায় বেতন হ্রাস ও ছাঁটাই

রাষ্ট্রপাল, প্রদেশপাল ও বিদেশী দূতাবাসের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

গণদাবী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জ্জী

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা | বৃহস্পতিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫৬, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ | মূল্য—দুই আনা

নেহেরু সরকার শাসন বিভাগগুলিকে সংস্কার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে, এই কথা খুব জোরের সহিত প্রচার করা হইতেছে ; কিন্তু সেই সংস্কার যে রূপ লইয়া গরীব কর্মচারীদের উপর নামিয়া আসিয়াছে তাহাতে হাজার হাজার নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমিক পরিবার নিশ্চিহ্নই হইবে। সরকার তরফের বক্তব্য—কর্মচারীদের পিছনে জাতীয় আয়ের মোটা অংশ খরচ হয় অথচ তাহাদের কর্মক্ষমতা ও যোগ্যতা উন্নত নয়। এই অজুহাতে বেতন-হ্রাস ও ছাঁটাই করা হইতেছে। প্রায় ৫০ হাজার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীকে এইভাবে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং নিয়োজিত কর্মচারীদের মাহিনা কাটার চেষ্টাও চলিতেছে।

রাষ্ট্রপাল, প্রদেশপালেদের জন্য কোটী কোটী টাকা খরচ

খরচ যদি কমাইবার দরকার পড়ে তাহা হইলে যাহারা বেশী মাহিনা পায় তাহাদেরই বেতন হ্রাসের চেষ্টা করা উচিত—একথা যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য। কংগ্রেসও ক্ষমতা দখলের পূর্বে সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ বেতন ৫০০৲ টাকায় বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল। সেদিন আজ আর নাই ; যাঁহারা তখন এই প্রস্তাব লইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আজ বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত। সুতরাং সে প্রস্তাব আজ পুরাতন কাগজের টুকরাই সামিল। ফলে রাষ্ট্রপাল, প্রদেশপাল প্রভৃতি বড় বড় পদের গোদাদের পিছনে কোটী কোটী টাকা খরচ করা হইতেছে আর গরীব কর্মচারীদলের ছাঁটাই আর মাহিনা কাটা জুটিতেছে। পশ্চিম বঙ্গ, সরকারী মতেও ক্ষুদ্র প্রদেশ অথচ তাহার রাষ্ট্রপালটির জন্য বছরে খরচ হয় ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা। এই খরচের বিভিন্ন খাত দেখিলেই বুঝা যাইবে দরিদ্র ভারতবর্ষের এই সব পদের জন্য ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিরাও হিংসা করিতে পারেন। ১৯৪৯-৫০ সালের পশ্চিম বাংলার প্রদেশপালের বাজেট হইল :—

বেতন	৬৬,০০০,	টাকা
ভাতা........................	৩০,০০০,	„
সামরিক সেক্রেটারী···	১,২১,২০০,	„
সেক্রেটারী............	১,৫০,১০০,	„
চিকিৎসক..............	১৬,০০০,	„
আসবাবপত্র, কার্পেট প্রভৃতি···	৩৫,৫০০৲	„
মোটর গাড়ী ও চাকর ······	১,৩৪,৫০০৲	„
যাতায়াত ভাতা..............	৯০,৭০০৲	„
মোট	৬,৪৪,০০০,	টাকা

প্রদেশপালের জন্য যেখানে এই ব্যবস্থা সেখানে রাষ্ট্রপালের ব্যাপার যে কতদূর গড়াইবে তাহা কল্পনা করা যায় না। বিদেশে অবস্থিত দূতাবাসগুলির জন্য ব্যয়ত সীমাহীন। ইংলণ্ডের নিকট ভারতবর্ষের যে ষ্টার্লিং পাওনা ছিল তাহার প্রায় সমস্তই ইতিমধ্যে দূতাবাসের শ্বেত হস্তীগুলিকে পুষিতে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে ভারতবর্ষ যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে পারিতেছে না ডলারের অভাবে। নেহেরু সরকারের ব্যয়সঙ্কোচের ইহাই হইল প্রমান।

গরীব কর্মচারীদের কপালে মাহিনা কাটা, ছাঁটাই আর নিষ্পেষণ

অথচ গরীব কর্মচারীদের পকেট কাটিবার জন্য ফন্দি ফিকিরের অভাব নাই নেহেরু-প্যাটেল চক্রের। পে কমিশনের রায়ের বদব্যাখ্যা করিয়া এক কলিকাতায় ১০ হাজার কর্মচারীর ইনক্রিমেণ্ট বন্ধ করা হইয়াছে তিন হইতে দশ বছরের জন্য। একাউণ্টস অপিসগুলির টাইপিষ্টরা ১০৲ টাকা করিয়া যে ভাতা পাইতেন তাহা এক কলমের খোঁচাতেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ, বাড়ী ভাড়ার রসিদ

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

যুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের বিহার প্রাদেশিক কমিটি গঠনের চেষ্টা

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিহার প্রাদেশিক সংগঠক ক·রেড প্রীতিশ চন্দের বিভিন্ন স্থানে সফর

বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রস্তুতি কাজে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিহার প্রাদেশিক কমিটির সংগঠন সম্পাদক কমরেড প্রীতিশ চন্দ সম্প্রতি বিহারের বিভিন্ন স্থানে সফর দিয়া আসিয়াছেন ; বিশেষ করিয়া তিনি আরা, দানাপুর, পাটনা, ঘাটশিলা, জামসেদপুর, ধানবাদ ও ঝরিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

যুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের বিহার প্রাদেশিক কমিটি গঠনের জন্য কমরেড চন্দ পাটনাতে নিখিল ভারত যুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের সাধারণ সম্পাদক, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সাথে আলাপ আলোচনা করেন। এই বিষয়ে তিনি পাটনা মজদুর সভা ও যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিহার শাখার নেতা কমরেড টি, পরমানন্দ ও রণেন রায় চৌধুরীর সহিতও আলোচনা চালান।

যুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের বিহার প্রাদেশিক কমিটি গঠনের জন্য স্বামী সহজানন্দ কমরেড চন্দকে বিহারের বিভিন্ন বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের এক সভা আহ্বান করিবার জন্য ভার দিয়াছেন। সম্ভবতঃ নাগপুরে সর্বভারতীয় যুক্ত বামপন্থী ফ্রণ্টের অধিবেশনের পূর্ব্বেই এই সভা হইবে।

পাটনাতে কমরেড চন্দের সহিত বিশিষ্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কমরেড কে, পি, সিং, বিশিষ্ট ছাত্র-নেতা উমাশঙ্কর প্রসাদ, পাটনা সেন্ট্রাল, পি, ডবলিউ, ডি মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড এন, ভৌমিক প্রভৃতিরা দেখা করেন। অন্যান্য স্থানেও ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, ছাত্রনেতা প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলাপ আলোচনা হয়। তাঁহাদের মধ্যে মৌভাণ্ডার কপার করপোরেশন মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড মন্মথ ত্রিপাঠী, সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ধানবাদ সি, পি, ডবলিউ, ডি মজদুর ইউনিয়ন ও আই, এস, এম, মজদুর ইউনিয়নের কমরেড এইচ, পি, বিশ্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

কেন সাধারণ নির্বাচনে লড়ব ?

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, আগামী শীতকালের মধ্যেই পশ্চিম বাংলায় সাধারণ নির্বাচন হবে এবং ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রায় মন্ত্রীসভা একটু আধটু অদল-বদল হয়ে বহাল থাকবে। হঠাৎ এ নির্বাচন কেন তা বুঝে নিয়ে জনসাধারণকে এখন থেকেই কর্ত্তব্য ঠিক করে নিতে হবে ; কারণ তা না হলে ধনিক শ্রেণীর ধাপ্পায় পড়ে আরও উগ্রভাবে নিপেষিত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হবে, নয়ত নির্বাচন সম্বন্ধে অবাস্তব আশা পোষণ করে নিরাশ হতে হবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই ধরণ নির্বাচনের মূল্য কতখানি এ কথা বুঝতে হলে মনে রাখা দরকার যে, ধনিক শ্রেণী আজকাল আর শুধু লাঠির জোরেই শাসন ও শোষণ করে না, সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি কথার ধাপ্পাও দেয়। তাই একদিকে যেমন চলে অব্যাহত নিরঙ্কুশ দমননীতি, লাঠি, গ্যাস ও গুলির রাজত্ব অন্যদিকে তেমনি আবার খোসামোদ তোষামোদে, মিষ্টি কথার প্রলেপে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, মেহনতী জনতার দরদীর অভিনয় করে তাদের শাসন ও শোষণ করে, তাদের বিপ্লবী মনোভাবকে বাড়তে না দিয়ে ঠাণ্ডা করে। প্রত্যেক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এ জিনিষ চলে ; ভারতবর্ষেও তা চলছে। আর পশ্চিম বাংলার দিকে নজর দিলে এ ব্যাপার বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হবে না। এখানে একদিকে নগ্ন পুলিশীরাজের দাপট—প্রদেশের প্রায় সর্বত্র ১৪৪ ধারার জোরে স্তব্ধ, সভা সমিতি, মিছিল করার অধিকার নেই ; এমন কি কলিকাতায় যেখানে আংশিকভাবে ১৪৪ ধারা তুলে নেওয়া হয়েছে সেখানেও 'হলঘর' ভাড়া নিয়ে মিটিং করার উপায় নেই. পুলিশ কমিশনারের অনুমতি বিনা হলঘর মিলবে না ; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ফলে সমানে চলেছে জামানত তলব আর জব্দ, pre censorship এর আদেশ, এবং সংবাদপত্রকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়া ; প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রকর্মীকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছে বিনা বিচারে , সম্প্রতি এক নতুন আদেশ জারী করা হয়েছে যার বলে যে কোন নাটক অভিনয়কে বে-আইনী ঘোষণা করে বন্ধ করে দেওয়া যাবে ; কালাকানুন চালু রাখা হয়েছে ; বিভিন্ন বামপন্থী দলগুলির ওপর অসংখ্য বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছে ; কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছে ; প্রগতিশীল মাসিকপত্র ও বই বিক্রয় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ; সর্ব্বশেষে অবাধে লাঠি, গুলি, গ্যাসের জোরে সন্ত্রাসবাদী শাসন টিকিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পণ্ডিতজী হতে আরম্ভ করে ছোট বড় প্রাদেশিক কংগ্রেসী নেতারা বলছেন—জনসাধারণ নির্বাচনের মারফৎ তাদের নিজেদের সরকার গড়তে পারবে, তখন বিক্ষোভের কোন কারণই থাকতে পারে না। অথচ সাধারণ নির্বাচন হবে কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর কূট চাল, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে ; যাতে ভোট দেবার অধিকার আছে সম্পত্তিওয়ালা জমিদার, জোতদার ও কলওয়ালাদের, সমগ্র জনসাধারণের শতকরা ১৩ জনের। যেখানে শতকরা ৮৭ জনের ভোটাধিকার নেই সেখানে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনসরকার গঠন করার কথা পুঁজিপতি বা তাদের দালালের দল ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারে না। পশ্চিম বাংলায় ৮৪টি আসনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের জন্য ৮টি আর কয়েকটি Chamber of commerce এর জন্য ৭টি ; রেজিষ্টার্ড ফ্যাক্টরীর বাইরের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কোন ভোটই নেই। পশ্চিম বাংলার ক্ষেত মজুরের সংখ্যা যেখানে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪০ জন, গরীব চাষী শতকরা ২০।২৫ জন সেখানে তাদের জন্য কোন আসনই নেই, অথচ জমিদারদের জন্য ২টি আসন বাঁধা আছে ; বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাদের জন্য আসন ঠিক আছে কিন্তু জাতিগঠনকারী দরিদ্র মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকরা unrepresented, গোটা নারী সমাজের কয়েকজন ছাড়া ভোটারই নয়। এই হচ্ছে নির্বাচনের ভোটার-তালিকা। তার ওপর এ তালিকাও চূড়ান্তভাবে অসম্পূর্ণ, পুরাণ, অব্যবহার্য্য। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায় এই ভাবে সাধারণ নির্বাচন চালিয়ে যারা জনসাধারণকে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠাবার কথা বোঝায় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল মিথ্যা ধোঁকায় জনতার কংগ্রেস বিরূপতাকে ভুল পথে চালিত করে কৌশলে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বাঁচিয়ে রাখা।

তা হলে প্রশ্ন থেকে যায় এই যেখানে আসল অবস্থা সেখানে জনসাধারণ কি করবে ? এ বিষয় আলোচনা করার আগে আমাদের দুটো বিষয় পরিষ্কার করে নিতে হবে। এ দুটা বিষয় পরিষ্কার হলেই তবে জনসাধারণ তার কর্ত্তব্য খুঁজে পাবে। কোন কোন তথাকথিত সমাজতন্ত্রী (?) দল ইতিমধ্যেই প্রচার করতে আরম্ভ করছে—"কংগ্রেসকে ভোট দিও না। আমাদের ভোট দাও ; আমরা সরকার গঠন করতে পারলে জনসাধারণের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেব।" আর একদল বলছে—যদিও সংখ্যায় এরা নগণ্য—"Parliamentary forms of struggle have become historically and politically obsolete পার্লামেণ্টের মধ্যে সংগ্রামের দিন ফুরিয়েছে ; এটা ভোটাভুটির সময়ই নয়। সুতরাং ও নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই।"

দেখা যাক ওপরের কথাগুলি কতদূর সঠিক। সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষা এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামই হচ্ছে ইতিহাসের প্রকৃত চালক। তাই ধনিক শ্রেণী ও তার পোষ্যবর্গের দলের একমাত্র লক্ষ্য হল কেমন করে এই শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কে শিক্ষাকে সুবিধাবাদে আনা যায়। এই চেষ্টার একদিকে থাকে বুর্জোয়া শ্রেণীর সমাজসংস্কারের নানা প্রচেষ্টা, যেগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল শ্রেণীসংগ্রামের তীক্ষ্ণতা দুর্বল করা, তাকে কমিয়ে দেওয়া ; অন্যদিকে থাকে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে থেকেই শ্রমিক দরদীর অভিনয় করে শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন মার্কসবাদ লেনিনবাদকে revise করে তাকে ধনিক শ্রেণীর গ্রহণযোগ্য করে তোলা। দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডিমোক্র্যাটরা শেষোক্ত পর্য্যায়ে পড়ে।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন

মধু ও হুল

শ্রীআভা মাইতি তাঁর 'সত্যাগ্রহ' পত্রিকায় সখেদে জানিয়েছেন—"আমাদের দোষ, অপবাদে বিশ্বাস করা।" সত্যিই ত এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে ? বলে কি না কত কষ্ট করে বাপ দাদারা মন্ত্রীত্ব পেয়েছেন, তা যদি একটু নিশ্চিন্তে ভোগ করা না যায়, অপবাদ শুনতে হয় তাহলে এতদিন ধরে এত বড় বড় কথা বলার কি দরকার ছিল বাপু ? যদি মন্ত্রী বা কংগ্রেসী মাতব্বরেরা নামকরা চোরাকারবারীদের সাহায্যই করে থাকেন, যদি দিল্লীতে টেলিফোন করে কোন মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে চোরাকারবারের অভিযোগ থেকে বাঁচিয়েই থাকেন, কোন কংগ্রেসী এম, এল, এ, নারী হরণের দায়ে অভিযুক্তই হন, মাদ্রাজের মন্ত্রী তাঁর স্ত্রীর নামে সিমেণ্টের পারমিট দিয়েই থাকেন, বিহারের কংগ্রেসী নেতা ছেলের নামে গুড়ের পারমিট বেরই করে দেন চোরা কারবার চালাবার জন্য, গণপরিষদের সদস্যরা মোটর না থাকলেও মোটরের নাম করে পেট্রল কুপন নিয়ে কালোবাজারে ৩৷৹ টাকা করে প্রতি গ্যালন বিক্রিই করে থাকেন, ৩৩টি লরির পারমিট আদায় করে ২৫টির পেট্রল বেশী দামে ছেড়েই দেন, খোদ নিখিল ভারত কংগ্রেসের সম্পাদক কালা ভেংকটরাও এক লাখ ভুয়া কংগ্রেসের সভ্য করেই থাকেন, কংগ্রেসী পরিষদের সভ্যরা বেনামীতে আশ্রয়প্রার্থীর নাম করে টাকা আত্মসাৎই করেন কিংবা ভাইএর নামে কয়েকখানা ট্যাক্সির লাইসেন্স বের করে দেন মোটা টাকায় লাইসেন্সগুলি পাঞ্জাবী ধনিকদের কাছে বিক্রি করে দেবার জন্য, তাহলে তাতে এত চেঁচামিচি করার কি আছে ? এগুলি যদি নাই করা যাবে তাহলে কংগ্রেসে থেকে কি লাভ ? এর জন্য মন্ত্রী বা হোমরা চোমরাদের নামে অপবাদ দেওয়া বা তাতে বিশ্বাস করা দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য করা উচিত। শতায়ু হন শ্রীমতী মাইতি, তাঁর 'সত্যাগ্রহের' সত্যের প্রতি এই রকম আগ্রহ বেড়ে চলুক ; আমাদের মত কোটী কোটী ইতর জন তার আভায় ধন্য হই—এই কামনাই করি।

* * *

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বলেছেন—"কারও কারও মতে এই স্বাধীনতা মেকী।" শ্রীযুত ভাণ্ডারী এর জের টেনে বলেন—"স্বাধীনতা মেকী ত নয়ই, মেকী আমাদের দেশপ্রেম।" বোঝা গেল না এই "আমাদের" কথাটা কাদের লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। যদি এই আমরা কংগ্রেসী নেতা আর মন্ত্রীর দল হন তাহলে শ্রীযুত ভাণ্ডারী সম্বন্ধে সজাগ থাকা উচিত, কারণ এ যে একেবারে শ্মশানবৈরাগ্যের

(শেষাংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

★ কারাদণ্ডিতের অবস্থা—ধনতন্ত্রে ও সোবিয়েতে

লেখক : ডি. বোরোভ্স্কি

[সোভিয়েট ইউনিয়নে "দাস শ্রমিক শালার" অস্তিত্ব লইয়া ইঙ্গ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শিবির যে জঘন্য মিথ্যা প্রচার চালাইতেছে তাহার আংশিক জবাব হিসাবে এই প্রবন্ধটি লিখিত; পরবর্ত্তী প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হইলে 'গণদাবী'তে প্রকাশ করা হইবে।

সোভিয়েটের যে আইনটি দেখাইয়া প্রচার চলিতেছে সেখানে দাস শ্রমশালা বর্ত্তমান আছে তাহার নাম—Corrective Labour Code—চরিত্র সংশোধনী শ্রম আইন। এই আইনটি গোপনীয় কিছু নয় এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই তাহা পুস্তকাকারে বিক্রিতও হয়। প্রথমতঃ যাহারা আইন ভঙ্গকারী, যাহাদের দোষ নিঃসন্দেহে প্রমানিত হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাদেরই উপর এই আইনটি প্রযোজ্য। উপরন্তু সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যান্য সব আইনের মতই এই আইনটির উদ্দেশ্য অপরাধীকে সংশোধন করিয়া দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিবর্ত্তন করা। বন্দীদের মধ্যে যদি কাহারও কোন বিষয়ে নৈপুণ্য থাকে তাহা হইলে তাহার সেই নৈপুণ্য যাহাতে বজায় থাকে, যদি কাহারও কোন নৈপুণ্য না থাকে তাহাকে কোন বিশেষ বিষয়ে নিপুণ হইতে সাহায্য করা, তাহাদের কাজের পূরা মজুরী দেওয়া, অপরাধ প্রবণতাকে দূর করিয়া শিক্ষায় দীক্ষায় উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়িয়া তোলাই হইতেছে ইহার লক্ষ্য। ইহাকে দাস শ্রম শালায় আবদ্ধ করিবার আইন হিসাবে যাহারা ভাবে তাহারা অজ্ঞাতে নিজেদের ঘরের ময়লার কথাই প্রকাশ করিয়া দেয়। তথাকথিত গণতন্ত্রী পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকায়, ভারতবর্ষের কথা না হয় বাদ দেওয়া হইল—কয়েদী জীবনে মানুষের মত বাঁচিবার কোন সুবিধা ত নাইই বরং বিচার-বিভ্রাটে নিরাপরাধ স্বাভাবিক মানুষ একবার কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহার স্বাভাবিকত্ব হারাইয়া আসে। ফলে অধিকাংশক্ষেত্রেই তাহারা হইয়া উঠে পাকা অপরাধী। যাহারা শোষণে মানুষকে খাইতে পরিতে না দিয়া, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকুপে থাকিতে বাধ্য করিয়া অপরাধ প্রবণ করিয়া তুলিতেছে তাহারা ত চরিত্র সংশোধনী শ্রম আইনকে দাস প্রথা বলিয়া প্রচার করিবেই জনতাকে ভুল বুঝাইয়া আসল বিষয় সম্বন্ধে অজ্ঞ না রাখিতে পারিলে তাহাদের শোষণের দিনের অবসান যে ঘটে। —সম্পাদক, গণদাবী

ব্রিটিশ ষ্টেট সেক্রেটারী হেকটর ম্যাকনীল এই বছরের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হয়ে "Protocol M" নামে একটি 'দলিলের' সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। তখন এই মর্ম্মে সংবাদ প্রচার করা হয়েছিল যে কমিনফর্ম রুরে (Ruhr) ধ্বংসমূলক কাজ চালাবার এক পরিকল্পনা করেছে। "Protocol M" ছোল সেই পরিকল্পনা। ইঙ্গ-মার্কিন গুপ্তচর বিভাগের এই জালিয়াতি ধরা পড়তে অবশ্য মোটেই দেরী হয়নি এবং ম্যাকনীল নিজেও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

কিন্তু ম্যাকনীলেরও সেই ঘটনায় কোন শিক্ষা হয়নি। সেবারে ব্যর্থ হওয়ায় তিনি হাল ছাড়েননি। কমন্স সভায় তিনি ঘোষণা করেন যে বিশ্বসভার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে তিনি "রুশিয়ায় দাস শ্রমিক ব্যবস্থার অকাট্য প্রমাণ" দাখিল করবেন।

মিঃ ম্যাকনীল অবশ্য নতুন কিছু আবিষ্কার করেননি। মার্কিন ফেডারেশন অব লেবারের পাণ্ডারা "সোবিয়েতে দাস শ্রমিকের" প্রশ্ন গত ফেব্রুয়ারী মাসেই উনেস্কোতে তুলেছিল। কিন্তু তাদের সেই নষ্টামির মুখোস টেনে ছিঁড়ে ফেলতে সোবিয়েৎ প্রতিনিধির মোটেই দেরী হয়নি। সোবিয়েৎ প্রতিনিধি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করলেন যে সমস্ত দেশ থেকে ট্রেডইউনিয়ন প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি দল গড়া হোক। সেই ট্রেডইউনিয়ন প্রতিনিধিদল সোবিয়েতে, নব্য গণতন্ত্রগুলোতে এবং ধনিক শাসিত দেশগুলোতে গিয়ে শ্রমিকদের পরিস্থিতি পরীক্ষা করুন। সোবিয়েৎ বিরোধী কুৎসাকারীরা ঘাবড়ে গিয়ে শেষে পিছু হটতে পথ পায়না।

তবুও তাদের লজ্জা হয়নি। ম্যাকনীল আবার সেই পুরান চাল চালতে গিয়েছেন। কায়দাটা অবশ্য নতুন বলতে হবে। গেলবারে সোবিয়েৎ বিরোধী জালিয়াতি করতে গিয়ে তাঁর আঙ্গুল পুড়ে গিয়েছিল। তাহলে কি হয়? এবার তিনি রুশ ফেডারেশনের চরিত্র সংশোধনী শ্রম আইনকে (Corrective Labour Code) নিজেদের অসদুদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার মত বিকৃত করে দাখিল করেছেন। এই বিকৃত করা জিনিষটাকে "দাস শ্রমিক ব্যবস্থার প্রমাণ" হিসাবে খাড়া করা হয়েছে। জালিয়াৎদের বুদ্ধির কিন্তু তারিফ করা যায় না। তারা মনে করে যে আসল আইনটা বুঝি আর কারুর জানার বা পাবার উপায় নেই। তাদের বোধ হয় খেয়াল নেই যে ১৯৩৬ সালে লণ্ডনে Sweet and Maxwell নামে আইনসংক্রান্ত বইয়ের দোকানে ঐ আইন ইংরাজী ভাষায় ছাপা বইএর আকারে বিক্রী হয়েছিল। সুতরাং যে কোন লোক ইচ্ছে করলেই বইখানি কিনে আসল আইনটা জানতে পারেন এবং জালিয়াতী ধরতে পারেন।

সোবিয়েৎ চরিত্র সংশোধনী শ্রম আইন শুধু আইন ভঙ্গ কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার হয়। নির্লজ্জের মত ম্যাকনীলের একথা বলতে বাধেনি যে সেই আইন দোষী বা নির্দোষ যে কোন সোবিয়েৎ নাগরিককে আঘাত করতে পারে। আইনটি বিকৃত না করে হুবহু যদি দাখিল করা হোত তাহলে ধনিকরাষ্ট্রের "স্বাধীন নাগরিকেরা" দেখতে পেত যে সোবিয়েতে দণ্ডিতদের জীবনও তাদের কাছে ঈর্ষার বিষয়।

আইনে বলা হয়েছে যে খাটুনী, বিশ্রাম ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারে সাধারণ স্ত্রী পুরুষ এবং নাবালকদের সোবিয়েৎ শাসনতন্ত্রে যে সব অধিকার দেওয়া হয়েছে, বন্দীরাও সে সমস্ত অধিকার পাবে। বন্দীদের মধ্যে যাদের কোন কাজে নৈপুণ্য আছে তাদের সেই নৈপুণ্য যাতে বজায় থাকে তা দেখা হবে এবং যারা জীবনে কোন বিষয়ে নৈপুণ্য অর্জন করতে পারেনি, তাদের কোন না কোন কাজে নিপুণ হতে সাহায্য করা হবে। তাদের কাজের পুরা মজুরী দেওয়া হবে, তাদের কাজ শেখান হবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সাহায্য করা হবে।

ম্যাকনীল এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা পিছল পথের পথিক হতে গিয়েছেন। দাস শ্রমিকের অভিযোগ করতে গিয়েছেন তাঁরা সোবিয়েতের বিরুদ্ধে! বন্দীদের সম্পর্কে তাঁদের ব্রিটিশ আইন কি বলে? আদালত সশ্রম কারাদণ্ড দিক বা না দিক পুরুষ হোক স্ত্রী হোক প্রত্যেক বন্দীকে বিনা মজুরীতে বা নগন্য মজুরীতে দিনে ১০ ঘণ্টা খাটতে হয় ব্রিটেনে। কয়েদীদের নিজেদের চোখে নিজেদের হীন অপরাধী প্রতিপন্ন করার জন্য তাদের দিয়ে অকারণে যাঁতা ভাঙ্গান, পাথর ভাঙ্গান, ভারী জিনিষ বহান হয়। কয়েদীদের সব সময় মনে করিয়া দেওয়া হয় যে তারা অপরাধী এবং সমাজের চোখে হীন। ধনিক শাসিত দেশে কয়েদীদের বেড়ী পরান হয়, চাবুক মারা হয়, মধ্যযুগীয় গাবদের অন্ধকার ছোট্ট খুপরীর মধ্যে একলা আটকে রাখা হয়, যেতে দেওয়া হয়না। ব্রিটিশ লেবার পার্টির সদস্য ম্যাকনীলেরই সহকর্মী মিঃ সাদারল্যাণ্ড ব্রিটিশ কয়েদ ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে "ব্রিটেনের কয়েদ ব্যবস্থার চেয়ে স্পেনের কয়েদব্যবস্থা পর্যন্ত কম নৃশংস" (Nineteenth Century and After)।

আমেরিকায় বন্দীদের অবস্থাও কিছু ভাল নয়। সেখানেও কয়েদীদের দিয়ে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটান হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণদিকের রাষ্ট্রগুলোতে শতকরা ৯০ জন কয়েদী হোল নিগ্রো। সেখানে সরকার জমিদার ও কুঠিয়ালদের ক্ষেতে খাটাবার জন্য নিগ্রোকয়েদীদের ভাড়া দেয়। সরকারী হিসাবেই স্বীকার করা হয়েছে যে ১৯৪৩ সালে নিগ্রো কয়েদীদের এইভাবে ভাড়া দিয়ে মার্কিন সরকারের ৪ কোটি ১০ লক্ষ ডলার লাভ হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক আর আধা-ঔপনিবেশিক দেশ-গুলোতে কি ভাবে শ্রমিক শোষণ চলে সে তো সকলেরই জানা আছে। দাসত্বের শৃংখল পরার জন্য সে সব দেশে জেলে যাবার দরকারই হয় না। গোটা দেশটাই তো তাদের পক্ষে কয়েদখানা। সেই দাসত্বের বিরুদ্ধে মাথাতুলতে গেলেই সাম্রাজ্যবাদীরা দাসদের বিরুদ্ধে বোর্নিওর নরখাদকদের লেলিয়ে দেয়, জেটচালিত বিমান বহর পাঠিয়ে দেয়।

তবুও সোবিয়েৎ বিরোধী কুৎসাকারীরা কেঁচো খুঁড়তে যাচ্ছে কেন? কি তাদের মতলব? হয়ত তারা ভাবছে জনসাধারণ আজও আসল ব্যাপার জানে না! নাকি ইচ্ছে করেই অন্য কোন মতলবে

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

শুধু পরিষদ দখল করলে সমস্যা মিটবে না

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এরা বলে বেড়ায়, তারা সমাজতন্ত্র চায় কিন্তু তারা সেই সঙ্গেই শ্রমিককে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, পুঁজিবাদী সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর ঐক্য ও সহ-যোগিতার মধ্য দিয়েই অগ্রগতি সম্ভব ; পুঁজিপতি-দের সঙ্গে সহযোগীতায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। অর্থাৎ মার্কসবাদী যেখানে শ্রেণীসংগ্রামকে তীব্রতর করে তার বৈজ্ঞানিক পরিসমাপ্তি বিপ্লবে রূপ দেবার চেষ্টা করে এরা সেখানে শ্রেণীসংগ্রাম ত্যাগ করে শ্রেণী সমন্বয়ের চেষ্টা করে থাকে।

শুধু তাই নয় এরা নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দেয় অথচ এরা শ্রেণীসংগ্রামও সর্বহারার একনায়কত্বকে অস্বীকার করে। কমরেড লেনিন তাঁর The State and Revolution বইয়ে লিখেছেন—"Only he is a Marxist who extends the acceptance of the class struggle to the acceptance of the dictatorship of the proletariat. × × × This is the touchstone on which the real understanding and acceptance of Marxism should be tested." এই সব দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত দলগুলির যত আপত্তি ঐখানে। তারা শ্রেণীসংগ্রামের কথা মুখে বলেও তার অবশ্যম্ভাবী রূপ সর্বহারার একনায়কত্বকে মানতে রাজী নয়। মানতে রাজী না হওয়াই স্বাভাবিক অবশ্য। মার্কসের বহু পূর্ব থেকেই বুর্জোয়া চিন্তা-নায়করা শ্রেণীসংগ্রামের কথা স্বীকার করেছেন এবং ধনিকশ্রেণীরও তাতে কোন আপত্তি নেই, যদি সেই শ্রেণীসংগ্রামের শিক্ষা পুঁজিপতিদের এক-নায়কত্বকে ক্ষুণ্ণ না করে। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বকে মানলে ধনিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে ধ্বংস করার কথা না মেনে উপায় নেই। তাই শ্রেণীসংগ্রামকে কার্যত: এবং সর্বহারার এক-নায়কত্বকে অস্বীকার করে দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে সর্বহারার নেতৃত্বকে অস্বীকার করছে এবং শ্রমিক শ্রেণীকে ধনিক শ্রেণীর লেজুড় হিসাবে পরিণত করছে। আসলে তাহলে দেখা গেল এই দক্ষিণপন্থী সোশ্যাল ডিমোক্র্যাটরা সমাজতন্ত্রের জন্য প্রকৃত সংগ্রাম থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে সরিয়ে নিয়ে তাদের বুর্জোয়া মতবাদের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে, বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণীবিরোধকে চাপা দিতে এবং ধনিক শ্রেণীর শাসন ও শোষণকে কৌশলে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে চলেছে।

সর্বশেষে মার্কসবাদ লেনিনবাদ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, শোষকশ্রেণীর রাষ্ট্রকে বল প্রয়োগে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে তবেই সমাজতন্ত্র কায়েম করা সম্ভব। এর বদলে এই সব এটলী বেভিন ব্লুম জয়প্রকাশের দল প্রচার করে পার্লামেণ্ট দখল করে "গণতান্ত্রিক" "নিয়মতান্ত্রিক" উপায়ে তারা দেশে সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা করবে। এদের এই ধরণের ভুল চিন্তার কারণ রাষ্ট্র সম্বন্ধে এদের সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ। রাষ্ট্রকে এরা বলে থাকে "সমস্ত শ্রেণীর উর্দ্ধে এক সংগঠন"। সমাজ বিজ্ঞানের যে কোন ছাত্রই জানে যে এঙ্গেলস্ তাঁর বিখ্যাত বই "The origin of the Family, Private property and the state" যে কি রকম যুক্তিপূর্ণ উপায়ে এই ভ্রান্ত মতবাদকে খণ্ডন করে বলেন—"The state is therefore by no means a power imposed on society from outside ; just as little is it 'the reality of the moral idea', 'the image and reality of reason', as Hegel asserts. Rather, it is a product of society at a ceatain stage of development ; it is the admission that this society has become entangled in an insoluble contradiction within itself, that it is cleft into irroncilable antagonisms, which it is powerless to dispel." সুতরাং রাষ্ট্র যে শ্রেণীউর্দ্ধ এক সংগঠন তা মোটেই নয়। মার্কসের আগের ধনিক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকরা স্বীকার করত যে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী ও তাদের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম আছে কিন্তু তারা ভাবত এই শ্রেণীবিভাগ ও শ্রেণীসংগ্রাম চিরন্তন। গরীব ও বড়লোকের মধ্যে যে বিভেদ সেটাকে তারা চিরস্থায়ী বলে মনে করত। মার্কসই প্রথম দেখিয়ে দেন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব চিরন্তন নয় বরং সমাজের উৎপাদন শক্তি যখন

রাষ্ট্রযন্ত্র পাল্টাতে হবে

ইতিহাসের গতিতে এক বিশেষ অবস্থায় আসে, যখন উৎপাদন যন্ত্রের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তখনই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী দেখা দেয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শাসক শ্রেণীর কায়েমীর স্বার্থকে রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রয়োজন তখন ঘটে। সুতরাং রাষ্ট্র শ্রেণীস্বার্থের উর্দ্ধে নয়ই বরং 'it is an organ of class rule, an organ for the oppression of one class by another" ধনিক রাষ্ট্র তাই existing order, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি হল শোষণ, তাকে রক্ষার জন্য যথাশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু যেহেতু সমাজে শোষিত শ্রেণী শোষকের তুলনায় অসংখ্য তাই রাষ্ট্র পরিচালনার ভার জনতার হাতে থাকে না ; এর জন্য প্রয়োজন হয় "a power apparently standing above society" এই যে Public Force "arising out of society, but placing itself above it, and increasingly alienating itself from it" একেই বলে রাষ্ট্র। এই Public force প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আছে। "It consists not merely of armed men, but of material appendages, prisons and repressive institutions of all kinds" এই Public Force এর কাজ হল বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যার একমাত্র মানে বর্তমান শ্রেণী বিভাগ ও শ্রেণী সুখ সুবিধা রক্ষা করা, বর্তমান আইন কানুনকে রক্ষা করা, অথচ আইন কানুনগুলিই রচিত হয় শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে। তাই যখনই কোন চেষ্টা হয় বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের তখনই তাকে শক্তির জোরে দাবিয়ে দেওয়া হয়, বিরুদ্ধ শক্তিকে চুরমার করে দেওয়া হয়।

তাহলে শেষ প্রশ্ন গিয়ে দাঁড়ায় রাষ্ট্র আর সরকার কি এক জিনিষ? মোটেইনয়। অথচ জনতাকে এইটাই বোঝাবার চেষ্টা করে ধনিক শ্রেণী ও তার দালালরা সব চেয়ে বেশী। তাই তারা প্রচার করে পরিষদ দখল করে সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব, জনসাধারণের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। চার্চিল সরকারকে পরাজিত করে এট্‌লি সরকার গঠিত হল বলে যে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রের পরিবর্তন হল—একথা ভাবা মারাত্মক ভুল। কারণ যে Public Force, সৈন্যদল, পুলিশবাহিনী, আইন আদালত, সমাজ ব্যবস্থা চার্চিলের সময় ছিল এখনও ঠিক তাই আছে। সুতরাং সরকার দখল করার অর্থ নয় রাষ্ট্র পরিবর্তন করা। ভোটের জোরে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিষদ দখল করে কি রাষ্ট্র পরিবর্তন করা সম্ভব? এর একমাত্র সঠিক উত্তর হল—"মোটেই নয়।" রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করতে হলে উপরোক্ত Public Force, কে নিশ্চিহ্ন করে নতুন Public Force সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে Public Force এর মাথায় যারা শোভা পায় তারা পুঁজিপতি শ্রেণীর একান্ত আপনার লোক, পার্লামেন্টের অধীনস্থ নয়। তাই যখন পার্লামেণ্ট দখল করে রাষ্ট্রের পরিবর্তনের চেষ্টা করা হবে তখনই এই পুঁজি-পতিদের ভাড়াটে সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করে পার্লামেণ্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ঘাড় ধরে মন্ত্রীত্বের গদী থেকে নামিয়ে দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণীর নগ্ন একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। 'নিয়ম-তান্ত্রিক', 'গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক' ভদ্রলোকদের তখন স্থান হবে কারাগারে কিংবা ফাঁসিমঞ্চে। অবশ্য এই সব 'নিয়মতান্ত্রিক' 'গণতান্ত্রিক সমাজ-তন্ত্রী'রা আদপেই জীবনে রাষ্ট্রকে পরিবর্তন করবেন না এই যা কথা। তাই এইভাবে তাঁদের কারা-গারে ও ফাঁসিতে প্রাণ বলি দিতেও হবে না। ইতিহাসে উদাহরণ আছে সোশ্যাল ডিমো-ক্র্যাটরা ক্ষমতা দখল করেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ত পারেই নি বরং ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। তাই মার্কসবাদের শিক্ষাই হল—"It is impossible to put an end to capitalism without putting an end to Social Democratism"। তাহলে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল আমাদের দেশে যারা বলছে—"আমাদের ভোট দাও; আমরা সরকার গঠন করতে পারলে জনসাধারণের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেব"—তারা জনতাকে ধাপ্পা দিচ্ছে। জনসাধারণের সকল সমস্যার সমাধান

একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সম্ভব আর সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে শুধু সরকার দখল করে করা যাবে না। তার জন্য দরকার সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের দ্বারা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের উচ্ছেদ।

এইবার দ্বিতীয় দলের বক্তব্যের আলোচনা করা যাক। "Parliamentarism has become historically obsolete"—একথা বহু মার্কস-বাদীই বলে গিয়েছেন। কিন্তু এর মানে কি? এর মানে হল বিশ্ব ইতিহাসের ধারা আলোচনা করলে বলতে হবে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারাজীমের দিন শেষ হয়েছে এবং সর্বহারার একনায়কত্বের দিন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে; যেমন এই বিংশ শতাব্দীকে "era of Capitalism has come to an end and the era of Socialism has begun" বললে ভুল করা হয় না। কিন্তু একথা বলার অর্থ এই নয় প্রত্যেক দেশেই পুঁজিবাদ মারা গিয়েছে, সমাজ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে বরং এর একমাত্র যুক্তিসঙ্গত মানে হ'ল প্রত্যেক দেশে পুঁজিবাদকে ধ্বংশ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরম্ভ করতে হবে। আর এখন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা যা তাতে "Parliamentarism has become politically obsolete" একথা ভাবা দিবাস্বপ্নেরই নামান্তর। আজও বিপ্লবের প্রধান শক্তি সর্বহারা শ্রেণী বুর্জোয়া চিন্তাধারার মোহবন্ধে আবদ্ধ, ক্ষেত মজুররা কার্য্যকরীভাবে সংগঠিতই হয়নি, মধ্যবিত্ত-দের কোনরকমেই বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনা যায় নি। এ অবস্থায় Parliamentarismকে politically obsolete ভাবা হল আসল অবস্থাকে অবজ্ঞা করা। কমরেড লেনিন জার্মান লেফট কম্যুনিষ্টদের ঠিক এই ভুল দেখিয়ে বলেছিলেন—"Clearly, parliamentarism in Germany is *not yet* politically obsolete. Clearly, the "Left" in Germany have mistaken *their desire*, their political ideological attitude, for actual fact. That is the most d a n g e r o u s m i s t a k e revolutionaries can make x x x···we must not regard what is obsolete *for us* as being obsolete *for the class*, as being obsolete *for the masses*" ("Left wing" Communism, an infantile disorder).

এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে জনসাধারণকে কর্ত্তব্য বেছে নিতে হবে। কংগ্রেসী শাসন নগ্ন ফ্যাসিবাদী শাসন, তাকে উৎখাৎ করতেই হবে। আর যারা গদী দখল করে সমাজতন্ত্র কায়েম [illegible] কথা বলছে তাদেরও [illegible] দিতে হবে—ওটা হল ধোকাবাজী। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই কেবল শোষিত মেহনতী মানুষকে, শ্রমিক, কৃষক, নিম্নমধ্যবিত্তকে, মানুষের মত বাঁচবার অধিকার দেবে। তার জন্য দরকার বিপ্লবের। সেই বিপ্লবের কাজকে ত্বরান্বিত করবার জন্য পরিষদের বাইরে গড়ে তুলতে হবে গণআন্দোলন আর পরিষদকে ব্যবহার করতে হবে তারই পরিপূরক আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসাবে। তাই পরিষদে পাঠাতে হবে এমন সব বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের যাতে করে ধনিক শ্রেণী অব্যাহতভাবে শোষণ ও শাসন করার সুযোগ না পায়, যাতে করে তারা পরিষদের মধ্য থেকে সংগ্রাম করতে থাকে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বুর্জোয়া পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থার রূপ, পার্লা-মেণ্টের যতখানি আমরা ব্যবহার করতে পারি আমাদের, জনতার, বিপ্লবী সংগঠন গড়ার কাজে ততখানি আমাদের করে নিতে হবে। তা না করা কিংবা পরিষদে প্রতিনিধি পাঠিয়ে তার বেশী আশা করা দুটাই সমান ভুল। সে ভুল আমরা আগে অনেকবার করেছি এবার আর করব না। এই এই হবে আমাদের প্রতিজ্ঞা।

মধু ও হুল

(২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ)

লক্ষণ। মন্ত্রীত্ব যদি একবার পেয়ে হারাতেই হয়ে থাকে কিংবা এত চেষ্টাচরিত্র করে যদি আবার নাই জোটাতে পারা গিয়ে থাকে তা বলেই কি এত বড় একটা সত্যি কথা বলে ফেলা উচিত! এই ধরণের কথা যদি দুচারবার বেরুতে থাকে তাহলে যে জীবনে মন্ত্রীত্ব জুটবেই না। এত বড় ভুল ভাণ্ডারী মশাইএর মত পাকা লোকের করা শোভা পায় না। আর তা না হয়ে যদি এই 'আমরা' র দল জন সাধারণ হয় তাহলেও সন্দেহ থেকে যায়; কারণ মেকী দামে খাঁটী মাল মেলে না। জনসাধারণের দেশপ্রেম ওরফে জেল, জরিমানা, দ্বীপান্তর, ফাঁসি যদি মেকীই হয়ে থাকে তাহলে তার মূল্যে কি করে নেতাদের মতে নির্ভেজাল স্বাধীনতা মিলল? তবে যাঁরা ডায়মণ্ডহারবারের চাষী, তাঁতী তেলী প্রভৃতি কুটীর শিল্পীদের সঙ্গে কি একটা খাদি ভাণ্ডার না কি প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের কথা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন ভাণ্ডারী মশাইএর কথার মানে—মেকী দামে এমন কি বিনা দামে খাঁটি মাল মেলে।

* * *

ভারতের বড়লাট শ্রী চক্রবর্ত্তী রাজা গোপাল ভারতীয় গণতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে বলেন—"এমন দিন আসবে যখন অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ব্যাপারেও দেশপ্রেমিকের দল বিভক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু এই স্বাভাবিক পরিণতির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।" সাধন মার্গে কীর্ত্তন শ্রবন প্রভৃতিতে ভক্ত সমাধিস্থ হয়ে পড়ে; রাজাজীর মত ভক্তের বোধ হয় গণতন্ত্রের মহিমা কীর্ত্তনের সময় সেই অবস্থা হয়েছিল। কেননা তা না হলে তাঁর মত সুক্ষ্মদ্রষ্টার এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কি করে দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে। তিনি বলেছেন—"এই স্বাভাবিক পরিণতির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে!" কি যে বলেন? আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই সে পরিণতির গোড়ার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তাই না বাংলাদেশে যুগান্তর-খাদি বনাম রায়-হুগলী দলে, মাদ্রাজে প্রকাশম, কালাভেংকটে সংঘর্ষ লেগে গিয়েছে। তবে পূর্ণ রূপ দিতে হলে সময়ত লাগবেই। এখন মন্ত্রীত্ব, লাখ লাখ টাকার পারমিট, পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার গাড়ী প্রভৃতি বড় বড় ব্যাপার নিয়ে চলছে; দিন কতক পরে যখন রাজাজীর গণতন্ত্র পেকে উঠবে তখন এককুড়ি ডিম কিংবা একটা মাছ নিয়েই বাধবে। শেষের অবস্থা গ্রামাঞ্চলে দেশপ্রেমিকদের মধ্যে ভালভাবে চালু হয়েছে তার জন্যই বোধ হয় রামরাজত্ব নেতারা গড়ে তুলতে চান গ্রাম থেকে।

* * *

কলিকাতার কোন একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা রাজাজীর—"পল্লী অঞ্চলে চাষীদের অবস্থা অতি চমৎকার; চাষীদের সমৃদ্ধি অপরাপর শ্রেণীর দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি করেছে"—এই কথার পূর্ণ সমর্থন করে ভারত-বর্ষের বামপন্থী দলগুলির আত্মশ্রাদ্ধ করে ছেড়েছে। সম্পাদক মশাইএর বক্তব্য, এই বামপন্থীদের না আছে কথার ঠিক না আছে কিছু; সুতরাং এদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কংগ্রেস বিরোধী বামপন্থী ফ্রণ্ট গড়লে ক্ষতি বই লাভ হবে না (জয়প্রকাশ নারায়ণকে উপদেশ); তার চেয়ে কংগ্রেসের ভেতর থাকা উচিত। তোবা, তোবা! একেই তো বলে দূরদৃষ্টি। এই রকম সম্পাদকীয়ের জোরে এক ভদ্রলোক যখন প্রচার বিভাগের বড় কর্ত্তা হয়েছেন তখন অন্ততঃ সেজ বা মেজ কর্ত্তা হবার চেষ্টা করা উচিত; বিশেষ করে যখন শোনা যাচ্ছে ভদ্রলোকের নাম একটার জন্য recommended হয়েছে। তবে সহযোগীকে আমরা একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। গল্পে আছে এক ধোপার এক গাধা ছিল। গাধাকে ধোপা খেতেত দিতই না বরং মারধোর করত; তবুও সে একান্তভাবে প্রভুর সেবা করত। খোঁজ নিয়ে জানা গেল গাধা একটা prospect-এর আশায় এত অত্যাচার সহ্য করে প্রভুসেবা করছে। prospectটা হ'ল ধোপার সুন্দরী মেয়ে। একদিন ধোপা মেয়ের ওপর রেগে বলেছিল যে তাকে গাধার সঙ্গে বিয়ে দেবে। ঐ আশাতেই গাধা দিন গুনছিল। সহযোগীর ওপর মাসকতক আগেও জামানত তলবের রাজরোষ নেমে এসেছিল, একথা যদি মন্ত্রীদের স্মরণে আসে কিংবা কোন বেশী প্রভুভক্ত গাধা তা স্মরণ করিয়ে দেয় prospect এর আশায়, তাহলে গুড়ে বালি। মন্ত্রীরূপ কানুর প্রেম বড় চঞ্চল—এ কথাটা না ভুলতে সহযোগীকে উপদেশ দি।

শ্রীরামপুর সূতা কলের শ্রমিকদের উপর

মালিক ও সরকারের মিলিত অত্যাচার

ট্রাইব্যুনালের রায় মালিক কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য অথচ তাহারই সাহায্যে সরকার

ট্রাইব্যুনালের রায়ে শ্রমিকদের পূজা বোনাসের দাবী স্বীকৃত হইলেও এবং এতদিন তাহারা উহা পাইয়া আসিলেও এবার মালিক পক্ষ শালিসীর রায় অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীরামপুর সূতাকলে শ্রমিকদিগকে পূজা বোনাস দিতে অস্বীকার করিয়াছে। অন্যদিকে শ্রমিকদিগের উপর নিত্য নূতন জুলুম চালান হইতেছে; ছাঁটাই, মজুরীর হার হ্রাস, মজুরী কাটা ও খাটুনী বৃদ্ধি প্রভৃতি অবাধে চলিতেছে। মালিকের এই বেআইনী অত্যাচারের সমর্থনে পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকার আগাইয়া আসিয়াছে। এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ জনের মত শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, ইউনিয়ন অফিস তালা বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত কাগজপত্র লইয়া যাওয়া হইয়াছে এবং যে সমস্ত শ্রমিক পূজা বোনাস আদায়ের জন্য শ্রমিক-দিগকে সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদিগের উপর পূর্ণোদমে নির্য্যাতন চালান হইতেছে। কংগ্রেসী সরকারের কৃষক মজদুর প্রজারাজের ইহা হইল আসল ছবি।

নিখিল ভারত সেণ্ট্রাল পি, ডব্লিউ, ডি মজুর ইউনিয়নের ১৪শ বার্ষিক সম্মেলন

সরকারের ভাড়াটে গুণ্ডাদের দ্বারা সভা পণ্ড

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দিল্লী (২৩শে আগষ্ট) :—

গত ২১শে ও ২২শে আগষ্ট সি. পি, ডবলিউ, ডি, মজদুর ইউনিয়নের ১৪শ বার্ষিক সম্মেলন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। সি, পি, ডবলিউ, ডি-র মজদুর ভাইরা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের মজুর শ্রেণী যখন নানা সমস্যার চাপে মুমূর্ষু এমনই সময়ে এই সম্মেলনের আহ্বান। গত ১২ হইতে ১৮ মাসের মধ্যে সি, পি, ডবলিউ, ডি-র বিভিন্ন স্থানের প্রায় ১০ হাজার মজুরকে ছাঁটাই করা হইয়াছে এবং আরও ছাঁটাই এখনও চলিতেছে। এই সমস্ত ছাঁটাই শ্রমিককে না দেওয়া হইতেছে ছাঁটাই-বোনাস, না চেষ্টা হইতেছে পুনর্নিয়োগের। ফলে হাজার হাজার দুঃস্থ শ্রমিক আজ ধ্বংসোন্মুখ।

সি, পি, ডবলিউ, ডি মজুররা তাঁহাদের জীবনের উপর এই নির্মম আঘাত নীরবে মানিয়া লন নাই; ইউনিয়নের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া অসংখ্য মজুর নিজেদের মজুরী, রুজী ও রুটির জন্য বার বার লড়িয়াছেন—সরকারের প্রতিটী আক্রমনকে তাঁহারা বাধা দিয়াছেন এবং বিরাট মূল্য দিয়া এই সব খণ্ড সংগ্রামে আংশিকভাবে সফলও হইয়াছেন। মজুর ভাইদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সরকার তাই দমননীতি ও অত্যাচারের বন্যা নামাইয়া দিয়াছে; ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীজগদানন্দ শর্মা ও বহু কর্মীকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, ছাঁটাই বিরোধী আন্দোলনের অভিযোগে অনেককে সাসপেণ্ড করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেও সফল না হইয়া কর্তৃপক্ষ মজুরদের সংঘবদ্ধতা ও একতার মধ্যে ফাটল ধরাইবার উদ্দেশ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বী দালাল ইউনিয়ন গঠনের চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং এই সন্ধিক্ষণে ইউনিয়নের বার্ষিক অধিবেশনের ডাক শ্রমিক মহলে প্রচুর উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল।

দিল্লীর হাজার হাজার সি, পি, ডবলিউ, ডি মজুর ছাড়াও বিভিন্ন শাখার মজুররা তাঁহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন; শিলং, ধানবাদ, দেরাদুন, আজমীর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে বহু প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন এবং তাহা ছাড়াও দমদম, নাগপুর, বোম্বাই, সিমলা প্রভৃতি স্থান হইতে মজুর ভাইরা সম্মেলনের সাফল্য কামনা করিয়া শুভেচ্ছা বাণী প্রেরণ করেন।

কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় সম্মেলন শেষ পর্যান্ত সফলভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না'ই। ২২শে তারিখের প্রকাশ্য অধিবেশনে কতিপয় কর্তৃপক্ষের দালাল, ইউনিয়ন বিরোধী কর্মী ভাড়াটিয়া গুণ্ডা লইয়া ইউনিয়নের সভাপতি সর্দার রঘুবীর সিং এর নেতৃত্বে চূড়ান্ত গণ্ডগোল করিতে থাকে এবং জোর করিয়া বিধিবহির্ভূত ভাবে উক্ত রঘুবীর সিং-কে আবার সভাপতি নির্বাচিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা রঘুবীর সিং এর ইউনিয়ন বিরোধী কার্য্যকলাপ এবং work, mines and power বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগ্যাডগিলের সহিত গোপন ষড়যন্ত্রের ইতিহাসের সহিত পরিচিত থাকায় তাহাকে সভাপতি নির্বাচিত করিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে গুণ্ডা ও বিভেদকারীর দল সভার মণ্ডপ ও বক্তৃতামঞ্চ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং মাইকটি অকর্মণ্য করিয়া দেয়। এই গণ্ডগোলের জন্য সভার কাজ স্থগিত রাখা হয় এবং ঘোষণা করা হয় যে নির্বাচন পরের প্রতিনিধি সভায় করা হইবে। সভার তারিখ পরে জানান হইবে।

নিখিল ভারত সেন্ট্রাল পি, ডবলিউ, ডি মজদুর ইউনিয়নের সহসভাপতি কমরেড প্রীতিশ চন্দ্র বিভেদ সৃষ্টিকারীদের কার্য্যের তীব্র নিন্দা ও কর্তৃপক্ষের সম্মেলন পণ্ড করার হীন নীতির প্রতিবাদ করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়াছেন।

"দুর্নীতি জিন্দাবাদ"—কংগ্রেসের নূতন আওয়াজ

পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীই একমাত্র দুর্নীতির সমর্থক নয়

পন্থজীর যুক্তপ্রদেশও কম যায় না

পণ্ডিত নেহরুর পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের সাফাই হিসাবে পশ্চিম বাংলার অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার বলিয়াছেন—পশ্চিম বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী একমাত্র দুর্নীতির দোষে দোষী নয়। একথা খুবই সত্য; কংগ্রেসী শাসনের সর্বত্রই এই দুর্নীতি। পণ্ডিত নেহরুর নিজের প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশে, এইবার তাহার আর একদফা প্রমাণ মিলিয়াছে।

কানপুরের কোন এক বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ীকে ১৯৪৬ সালে কুটীর শিল্পে যোগান দিবার জন্য কয়েক হাজার গাঁট সূতা দেওয়া হয়। তিনি ঐ সূতা তাঁতিদের না দিয়া নিজের কলে ব্যবহার করেন এবং জয়হিন্দ্ সাটিং ও স্যুটিং নামে কাপড় ঐ সূতায় তৈয়ারী করিয়া প্রচুর মুনাফা লোটেন। কয়েকজন ভদ্রলোক এবং পুলিশ এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত তথ্য প্রমাণ জোগাড় করিয়া এক স্বদেশ পূর্ব্বে মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট ব্যবসায়ীটির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিবার অনুমতির জন্য সমস্ত ফাইল পাঠাইয়া দিলেও আজ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই ফল হয় নাই। সম্প্রতি জানা গিয়াছে ব্যবসায়ীটির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই আনা হইবে না।

অন্য এক নামকরা চোরা কারবারী মিথ্যা নাম ও জাল দলিলে কয়েক লক্ষ টাকার হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইয়াছেন। এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় অর্থসচিব যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীর গোচরীভূত করিয়াছেন এবং মামলা দায়ের করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মামলা দায়ের করার কথা দূরে থাকুক সাক্ষ্য প্রমাণগুলিও নষ্ট করিয়া ফেলিতেছেন যুক্তপ্রদেশের কোন বিশেষ মন্ত্রী উক্ত চোরাকারবারীটিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্য। শোনা যায় এই ধরণের সাহায্যের পেছনে মোটা অঙ্কের দস্তুরীর (ঘুষ নয়, ঘুষ বলিলে মন্ত্রীরা গোসা করিতে পারেন) খেল্ আছে।

বাস্তহারাদের প্রতি কংগ্রেসী দরদের নমুনা

জলপাইগুড়ি শিবিরে চূড়ান্ত অব্যবস্থা

সরকারী সাহায্য বন্ধ, অনাহার ও রোগে বহু পরিবার নিশ্চিহ্ন

জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুর দুয়ার, ময়নাগুড়ি ভালমা, পচাগাকুরী, পিলখানা, ভাটিয়াগোলা, চোপারভিটা, মালপাড়া, পাণ্ডাপাড়া প্রভৃতি স্থানের বাস্তহারা শিবিরগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যে নামমাত্র সরকারী সাহায্য দেওয়া হইত তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কোনরূপ সুবিধা বর্ত্তমানে দেওয়া হয় না। ফলে বাস্তহারাদের দুর্দশার সীমা নাই। অর্দ্ধাহার, অনাহারে তাহাদিগকে দিন কাটাইতে হইতেছে। ইহার মধ্যে আবার পিলখানা শিবিরের অবস্থা উদ্বেগজনক। শিবিরের ঘরের ছাদ নাই; জল নিকাশের কোন ব্যবস্থাই নাই। শিবিরগুলি তাই বাসস্থানের পরিবর্ত্তে জল কাদায় পরিপূর্ণ রোগের আকর হইয়া উঠিয়াছে। বহু পরিবারই ম্যালেরিয়া, কলেরায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াও ইহার কোন প্রতিকার মেলে নাই।

কারাদণ্ডিতের অবস্থা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

তারা নিজেদের খেলো করেও লোককে ঠকাবার চেষ্টা করছে। তবে এটা ঠিক যে "নোয়ার আর্কের" খোঁজে মার্কিন গুপ্তচরেরা যেমন তুর্কী সীমানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই রকম কোন উদ্দেশ্য নিয়ে ম্যাকনীলের দল সোবিয়েতে "দাসশ্রমব্যবস্থা আবিষ্কার করার জন্য" একটা "কমিশন" পাঠাতে চায়।

নিজেদের দেশের এবং সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার বা ব্যাপক তদন্ত করার সাহস সাম্রাজ্যবাদীদের নেই। সোবিয়েৎ বিরোধী কুৎসার পচামাল আজ আবার নতুন করে তারা বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে, এটা তাদের ভাল অবস্থার লক্ষণ নয়। আজ তাদের জগত ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। মারাত্মক বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের করাল ছায়া তাদের গ্রাস করতে বসেছে। সেই ভয়াবহ ঘরোয়া পরিস্থিতি থেকে জনমতকে অন্য দিকে আকৃষ্ট করার জন্যই তাদের এত সব মিথ্যা প্রচার। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়েছে।—টাস

মৌভাণ্ডার তাম্রখনিতে পুলিশীরাজ

১৫ জন ইউনিয়ন সংগঠক কারারুদ্ধ

৮০ জন শ্রমিক বরখাস্ত

বিহারের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড প্রীতিশচন্দ্রের বিবৃতি

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিহার প্রাদেশিক সংগঠক ও বিহারের বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড প্রীতিশ চন্দ মৌভাণ্ডার তামার কারখানা ও মুসাবনী তাম্রখনির মজুরদের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :—

“বিহার প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজে আমি সম্প্রতি মৌভাণ্ডারে যাই ; সেখানে মৌভাণ্ডার ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক, কমরেড মন্মথ ত্রিপাঠী ও আরও অনেক কর্মী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেখানকার পুলিশ ও বিলাতী মালিকের যুক্ত অত্যাচারের কথা আমাকে জানান। আমি দেশবাসী এবং বিশেষ করিয়া প্রগতিবাদী জনসাধারণের নিকট এই জঘন্য অত্যাচারের প্রতিরোধের আশায় তাহা প্রকাশ করিতেছি।

“ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের বিলাতী মালিকরা দীর্ঘদিন হইতে মৌভাণ্ডার কারখানার এবং মুসাবণী খনির শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া আসিতেছিল। মজুরদের মাগগী ভাতা, গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেণ্ট ফণ্ড, বাড়ী, প্রভৃতি একান্ত ন্যায়সঙ্গত সর্বনিম্ন দাবীগুলি সম্বন্ধে কোম্পানীর সহিত মজদুর ইউনিয়নের আলাপ আলোচনা চলিতেছিল ; কিন্তু মালিকপক্ষ এই ধরণের কোন দাবী মিটাইবার কথা দূরে থাকুক প্রতিদিনই মজদুরদের উপর কোন না কোন অজুহাতে জুলুমের মাত্রা বাড়াইয়াই চলিতেছিল। বিনা কারণে ও বিনা নোটিশে চাকুরী হইতে বরখাস্ত ও কোয়ার্টার হইতে বিতাড়ন অতি সাধারণ ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণ শ্রমিক ও ইউনিয়ন মালিকের ক্রমবর্দ্ধমান এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য বার বার দাবী করিলেও উক্ত মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ও বিহার আই, এন, টি, ইউ, সির নেতা মাইকেল জন প্রত্যেক বারই শ্রমিককে সংগ্রামের পথ হইতে সরাইয়া রাখিয়া মালিকের নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য করান।

“ইহাতে মজুরদের বিক্ষোভ বাড়িতে থাকে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে মালিক পক্ষ মিথ্যা অজুহাতে কয়েকজন শ্রমিককে বরখাস্ত করে এবং মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড ত্রিপাঠীকে অপমান করে। ইহাতে সমগ্র শ্রমিক ক্ষেপিয়া যায় এবং সাধারণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু এইবারও ইংরাজ মালিক পক্ষ ও পুলিশের সাহায্যে মাইকেল জন ধর্মঘটের চেষ্টা বানচাল করিয়া দেন।

“সেই প্রস্তাবিত ধর্মঘটে মজুরদের প্রস্তুত করিবার অপরাধে ঘাটশীলা ও মৌভাণ্ডারের বিশিষ্ট নেতা এবং সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের সংগঠক কমরেড হীরেন সরকারের উপর সিংভূম জিলা হইতে বহিষ্কারের আদেশ জারী করা হয়। কিন্তু ইহাতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রশমিত হইবার পরিবর্ত্তে আরও বাড়িয়া যায় এবং গত এপ্রিল মাসে জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন, পুলিশ ও মালিকের সকল রকম চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শ্রমিকরা তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য ধর্মঘট করে। সরকারের শ্রমদপ্তরের হস্তক্ষেপে বিরোধটি শালিসীতে পাঠান হয় এবং শ্রমিকরা ধর্মঘট প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়।

“শালিসী চলাকালীন ইনডাস্‌ট্রিয়াল ডিসপিউট এ্যাক্ট অনুসারে কাহাকেও ছাঁটাই করা চলে না ; অথচ কোম্পানী কমরেড ত্রিপাঠীকে ছাঁটাই করে এবং আরও বহু বিষয়ে সরকারী আইন লঙ্ঘন করে।

“ইহার পর গত ২রা জুলাই তারিখে এক ঘটনা ঘটে। শ্রমিকরা জানিতে পারেন যে, কোম্পানীর লেবার অফিসার কতিপয় দালাল এবং স্থানীয় গুণ্ডাদের লইয়া এক গোপন সভায় ইউনিয়ন অফিস লুঠ ও ইউনিয়নের সংগঠক হাসানৎ চৌধুরীকে খুন করিবার জন্য ঠিক করিয়াছে। এই খবরে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ; ইউনিয়ন অফিস রক্ষা করিবার জন্য এবং দালালদের প্ররোচনায় উত্তেজিত না হইতে আবেদন করা হয়। কিন্তু হঠাৎ রাত্রি ৯টার সময় খবর পাওয়া যায় ইউনিয়নের দুইজন কর্মীকে কোম্পানীর গুণ্ডারা খুন করিয়াছে। গুণ্ডারা হাতে নাতে ধরা পড়ে এবং হাসানৎ চৌধুরী প্রকৃত ঘটনা জানিতে গিয়া গুণ্ডাদের দ্বারা আহত হন।

“ইহার পরের দিন সকাল হইতেই আরম্ভ হইল নিরাপরাধ শ্রমিকদের উপর পুলিশী জুলুম। ইউনিয়নের সমস্ত বিশিষ্ট কর্মী ও সংগঠকদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল ; আজ তিন মাস হইতে চলিল অথচ তাহাদিগের কাহাকেও জামিনে পর্য্যন্ত ছাড়া হয় নাই। পুলিশী অত্যাচারের সাথে চলিতে থাকে মালিকের জুলুম, ৮০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করা হয়।

“আই এন, টি, ইউ, সির নেতা মাইকেল জন ইহার দিন দশেক পরে ঘটনাস্থলে আসেন কিন্তু পুলিশ ও মালিকের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ না করিয়া শ্রমিকদিগকে গালাগালি দিতে এবং মন্মথ ত্রিপাঠী, হাসানৎ চৌধুরী প্রভৃতির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিতে থাকেন। উপরন্তু তিনি সরকারের দমন নীতি ও মালিকের কার্য্যকলাপ সমর্থন করেন।

“আজ মৌভাণ্ডার ও মুসাবনীর শ্রমিকরা পুলিশের ও মালিকের অত্যাচারের মুখে নিরুপায় হইয়া আছে। জনসাধারণের সমর্থন না পাইলে তাহাদিগের বাঁচার পথ নাই। দুঃস্থ শ্রমিকদের পক্ষ হইতে আমি জনসমর্থন দাবী করিতেছি।”

সুতাহাটা থানায় বিরাট কৃষক সম্মেলন

জমির সাঞ্জা খাজনা বিলোপের দাবী

বিঘা প্রতি ৪ মণ সাড়ে ৪মণ ধান খাজনা হিসাবে আদায়

মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা থানার অন্তর্গত দোর পরগণার চাষীদের এক বিরাট সভা গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে হাতীবেড়া স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন বক্তা সাঞ্জা খাজনার নামে দরিদ্র কৃষকদিগকে ধনী চাষী ও জমিদাররা কিভাবে শোষণ করিতেছে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। এই সাঞ্জা খাজনার হার বিঘাপ্রতি ৪ মণ সাড়ে ৪ মণ ধান। টাকার হিসাবে ইহার বর্ত্তমান মূল্য ৩২৲ হইতে ৩৬৲ টাকা। এই ভীষণ চড়া খাজনা দিতে না পারায় বহু জমি জমিদার ও ধনী চাষীর খাস দখলে চলিয়া যাইতেছে এবং ভূমিহীন কৃষি মজুরের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে। এই ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের অবস্থা অবর্ণনীয়। সভায় সাঞ্জা খাজনার বিলোপ ও তাহার পরিবর্ত্তে খাসমহলের অনুরূপ নগদ খাজনার প্রবর্ত্তন এবং ১৩৪৯ সাল হইতে যে সমস্ত জমি এই অতিরিক্ত সাঞ্জা খাজনার অনাদায়ে মালিকের খাস দখলে গিয়াছে তাহা চাষীদের মধ্যে প্রত্যার্পণের দাবী করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গণদাবী

ব্যয়সঙ্কোচের পণ্ডিতীপন্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

না দাখিল করিলে বাড়ী ভাড়া মিলিবে না। কিন্তু সরকারকে জিজ্ঞাস্য সাধারণ সরকারী কর্মচারীরা কত বেতন পান যে তাঁহারা একটি গোটা বাড়ী ভাড়া লইবেন? কলিকাতায় বাড়ী ভাড়ার যে অবস্থা তাহাতে কর্মচারীদের শতকরা ৮০ জনের বেশীকে সাবটেনেণ্ট হিসাবে থাকিতে হয়; আর সাবটেনেণ্ট হিসাবে থাকিলে যে রসিদ পারৎপক্ষে মেলেনা, মূল ভাড়াটে সাবটেনেণ্টকে রসিদ দিলে প্রথমোক্তের অধিকার থাকে না এই জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাবটেনেণ্টকে কোন রসিদই দেওয়া হয় না। আর সেও ইহার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে পারে না উৎখাত হইবার ভয়ে। এই সব কথা সরকারের অজানা নয়; প্রত্যহ শত শত 'কেস' আদালতে এই বিষয়ে হইতেছে। তবুও রসিদ দাখিল করিতে বলার উদ্দেশ্য কৌশলে কর্মচারীদের মোট বেতন কাটা। ইহা ছাড়াও বহু কর্মচারী এক সঙ্গে যৌথভাবে বাস করেন। ইঁহাদের প্রত্যেকের বাড়ী ভাড়ার রসিদ দেখান সম্ভব নয়। থাকার বাড়ী দিব না, বাড়ী ভাড়া দিবনা উপরন্তু চোখ রাঙ্গাইব—কংগ্রেসী হনুমান রাজত্বেই ইহা সম্ভব। পে কমিশনের রায়ের দোহাই দেওয়া হয় অথচ সেই পে কমিশনই ৬ মাস অন্তর জিনিষপত্রের মূল্যমান অনুসারে ভাতা ঠিক করিতে হইবে এই রায় দিলেও এবং মূল্যমানসূচক ১৫০ পয়েণ্ট বাড়িলেও ভাতা কিন্তু বাড়ান হয় নাই। এক ধরণের জুয়াড়ে আছে যাহারা বলে Head I win, tail you lose, সামনের পিঠে আমারজিৎ, উল্টা পিঠে তোমার হার। ইহা হইল সেই জুয়াড়ে নীতি; যেনতেন প্রকারেণ মাহিনা কাটিতেই হইবে।

ছাঁটাইএর কথা বলিয়া শেষ করা যাইবে না। প্রত্যহত ছাঁটাই চলিতেছে; তাহার উপর নূতন করিয়া ৫০ হাজারের মত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীকে বরখাস্তের তোড়জোড় চলিতেছে। রেলের ৫০ হাজার ছাঁটাই ইহাতে ধরা হয় নাই। কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেণ্টটি তুলিয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এই ভাবে আলাদা আলাদা করিয়া ছাঁটাই, ডিপার্টমেণ্ট বিলোপ করিয়া ছাঁটাই চলিতেছেই।

মাহিনা কাটা ও ছাঁটাই এর সহিত চলিতেছে শ্রম চুরি। কর্মচারীদের কাজের ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে, ওভারটাইম খাটান হইতেছে; বলিবার উপায় নাই কেন না সরকারী কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অধিকার নাই। মিলিটারী একাউণ্টসে আধ ঘণ্টা কাজের সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া অফিসে জোর করিয়া ওভারটাইম খাটান হইতেছে। প্রতিবাদ করিলে কম্যুনিষ্ট অভিযোগে চাকুরী যাইবে। সরকারী কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়ন করিতে পারিবে না কিন্তু সরকারী উর্দি পরিয়া কাজের সময় ফাঁকি দিয়া বড় বড় কর্তারা গুরু গোলওয়ালকরের সম্মানার্থে প্রকাশ্য রাজপথে প্যারেড করিয়া যাইলে ও প্রকাশ্য জনসভায় সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করিলে দোষ নাই। গণতন্ত্রী নেহেরুর ইহাই গণতান্ত্রিক Secular নীতি।

ক্যালকাটা সিল্ক মিলে মালিকের জুলুমবাজী

ইউনিয়নের সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্যকে অযথা হয়রানী

গত ৩০শে আগষ্ট বিনা নোটীশে ক্যালকাটা সিল্ক মিলের কর্তৃপক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ও কার্য্যকরী সমিতির একজন সভ্যকে মিলে প্রবেশ করিতে দেয় না। শ্রমিকরা ইহার প্রতিবাদ করিলে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে পরের দিন মিলে ঢুকিতে দেয়। ১লা সেপ্টেম্বর প্রথম শিফ্‌টের শ্রমিকরা যখন কাজ করিতেছিল তখন আবার কার্য্যকরী সমিতির অন্য একজন সভ্যকে গেটে আটক করা হয়। এই সংবাদ পাইয়া শ্রমিকগণ উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং যতক্ষণ না এই অন্যায় জুলুমের প্রতিকার হয় ততক্ষণ কাজ করিতে অস্বীকার করে। মালিকপক্ষ গেটে তালা বন্ধ করিয়া দেয় এবং কার্য্যতঃ লক আউট ঘোষণা করে। মালিকপক্ষের এই বেআইনী লক আউট সম্বন্ধে সরকার পক্ষ কিন্তু নীরব রহিয়াছে।

বড় বড় কর্তাদের যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি কে কত বড় অসাধু

এই সবই নাকি করা হইয়াছে, কর্মচারীদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য। কর্মচারীদের ছাঁটাই করিয়া তাহাদের যোগ্যতা বৃদ্ধির কথা বলা হইতেছে অথচ বড় বড় কর্তাদের চুরি, জালিয়াতি ধরা পড়িলেও তাহারা স্বপদে বহাল থাকিতেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় Chief Controller of imports অফিসে কোন এক প্রভুর বিদেশ হইতে মাল আমদানী করার বিষয়ে এক জালিয়াতি ধরা পড়িয়াছে। কলিকাতার কোন একটি Air Transport Co. কে বিদেশ হইতে কমপাস আনার অনুমতি দেওয়া হয়। অনুমতি পত্রে লেখা থাকে "Benedex automatic Compasses aeroplane type and spares"। বড় কর্তাটী অনুমতি পত্রটিতে Compasses কথাটির পর একটি কমা (,) বসাইয়া aeroplane কথাটি aeroplanes করিয়া এবং type কথাটী কাটিয়া দিয়া কম্পাস আনার পারমিটটি, কম্পাস ও এরোপ্লেন আনার পারমিটে পরিবর্ত্তিত করেন। এই বিষয়টি পরে ধরা পড়ে কিন্তু কর্তাটীর এখনও কোন সাজা হয় নাই। জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করার কালে মাতলামী করিয়া সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধিদের নিকট ভারতবর্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার অব্যবহিত পরেই যখন কোন লোককে (স্ত্রী) ভারতের বৈদেশিক দপ্তরে মোটা বেতনে নিযুক্ত করা হইয়াছে তখন এই কর্তাটীরও যে চাকুরীতে উন্নতি শীঘ্রই অবধারিত তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহাই হইল রামরাজত্বের সততা, সত্যাশ্রয়তা ও যোগ্যতা নিরিখের পরীক্ষা। এই রামরাজত্বেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে, নেতারা আশ্বাস দিতেছেন। কথাটা ঠিক তবে দুঃখের অবসান ইহজীবনে হইবে না, ঘটিবে নেতাদের পোষ্যবর্গের বন্দুকনিঃসৃত গুলির আঘাতের পর পরজীবনে।

বাসন্তী কটন মিলে ১৭০০ শ্রমিক কর্মচ্যুত

৬মাস কারখানা বন্ধ রাখার তোড়জোড়

মিলে কাপড় জমিয়া গিয়াছে এই অজুহাতে বাসন্তী কটন মিলের কর্তৃপক্ষ গত ২রা সেপ্টেম্বর শ্রমিকদের উপর এক নোটীশ জারী করিয়াছে যে, নোটীশ জারীর ১৫ দিন পর হইতে কারখানা ৬ মাসের জন্য বন্ধ রাখা হইবে। এই আদেশের ফলে ১৭০০ শ্রমিক কর্মচ্যুত হইবে। সরকারী বস্ত্রনীতির কল্যাণে এইভাবে সহস্র সহস্র শ্রমিক বেকার হইতেছে অথচ Produce or Perish ধ্বনি তুলিয়া উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিককেই একমাত্র দোষী করা হইতেছে।

সন্তোষপুরে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ

বেশ কিছু লোক হতাহত

গত ১০ই সেপ্টেম্বরে সন্তোষপুরে পুলিশের গুলি বর্ষণের ফলে বেশ কিছু লোক হতাহত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ কয়েকজন কৃষক কর্মীর খোঁজে পুলিশ গ্রামটি ঘেরাও করে এবং কয়েকজনকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিতে চাহিলে গ্রামবাসীরা বাধা দেয়। ফলে উত্তেজনার কোন কারণ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ গুলি চালায়। কয়েকজন মহিলাসহ ২০।২৫ জন হতাহত হইয়াছে। সরকারী কর্তারা সংবাদটি চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছে।

দালাল শ্রমিক দ্বারা টেক্সম্যাকো কারখানা চালাইবার চেষ্টা

বিড়লা কোম্পানীর শ্রমিককে দাসখতে বাঁধিবার নূতন চাল

বেলঘরিয়ার টেক্সম্যাকো কারখানায় মিলিটারী পাহারাধীনে দালাল শ্রমিক নিয়োগ করিয়া কাজ চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। কয়েক দিন হইল এই সব শ্রমিকের দ্বারা কর্তৃপক্ষ কারখানা চালুও করিয়াছে। শুধু তাহাই নয় প্রত্যেক শ্রমিককে দিয়া একটি বণ্ড তাহারা এই মর্মে সহি করাইয়া লইতেছে যে, "আমরা আর ধর্মঘট করিব না, কখনও কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ [illegible] না এবং ইউনিয়নের সম্পাদক সুবোধ সরকারের মৃত্যু ন্যায়মত হইয়াছে ইত্যাদি" অধিকাংশ পুরাতন শ্রমিক এই অপমানকর দাস-খত লিখিয়া দিতে অস্বীকার করায় নূতন শ্রমিক আমদানী করা হইতেছে। পুরাতন শ্রমিকগণ পিকেটিং চালাইতেছে:

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পরিবেষক প্রেস ২৩ ডিকসন লেন হইতে মুদ্রিত ও ১।এ একজিবিশন রো, কলিকাতা—১৭ হইতে প্রকাশিত।